দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 31 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

45

উত্তপ্ত বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল

কর্মবিরতি ভাঙচুর বিক্ষোভ রোগীরা ভয়ে চলে যাচ্ছে

মেডিক্যাল রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের (পিজি) বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে।

গতকাল রোববার কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের ৫ দফা দাবিতে কর্মবিরতির প্রথম দিনেই এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি) হাসপাতালের প্রায় ৯শ' কর্মচারী তাদের ৫ দফা দাবিতে হাসপাতাল এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। দুপুরে তারা হাসপাতালের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে দরজায় লাথি মারে। পরে বি ব্লকের দোতলায় প্রো-ভিসি প্রফেসর ডাঃ মোঃ তাহিরের কার্যালয়ের চেয়ার ও আলমারি ভাঙচুর করে। এ সময় প্রো-ভিসির কর্মচারীরা প্রতিবাদ করলে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা মহিলা স্টাফদেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

দুপুর সোয়া ১২টার দিকে আন্দোলনরত কর্মচারীরা রেজিস্ট্রার আবদুল গফুরের কার্যালয়ে গিয়ে তাকে না পেয়ে দরজায় লাথি মারে ও ২টি টব ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুপুর ১টার দিকে কর্মচারীরা হাসপাতালের সি ব্লকের সামনে মাইক লাগিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিল থেকে কর্মচারীরা আজ সোমবারের ঘোষিত ১২ ঘন্টা কর্মবিরতি আরো জোরদারভাবে পালনের আহ্বান জানায়।

গতকাল দুপুরে হাসপাতালের বর্হির্বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে দেখা গেছে, কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে হাসপাতাল রোগীশূন্য হয়ে পড়েছে। বর্হির্বিভাগে ডাক্তাররা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডিউটি করলেও রোগীর সংখ্যা ছিল খুবই কম।

এছাড়া হাসপাতালের অপারেশন রুম, এক্স-রে বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, মানসিক বিভাগে কর্মচারীর অভাবে স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

হাসপাতাল এলাকায় সকাল থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হলেও আন্দোলনরত কর্মচারীদের ভয়ে রোগীরা গেটের ভেতরে ঢুকছে না।

বর্হির্বিভাগের এক ডাক্তার জানান, কর্মচারীদের আন্দোলনে রোগীদের তেমন সমস্যা হচ্ছে না। তবে বাইরে থেকে কিছু লোক কর্মচারীদেরকে ইন্ধন দিচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের উপাচার্য এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।

রেজিস্ট্রার আবদুল গফুর জানান, কর্মচারীদের পোশাক ও পোষ্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেতন-ভাতার ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই বলে জানান।